মেহেরপুরে করোনায় ৩ জনের মৃত্যু

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুরে মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়। মারা যাওয়া তিন জন হলেন গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের আমিরুর ইসলাম (৬০) একই উপজেলার শহড়াতলা এলাকার কিরু ইসলাম (৫০) ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের সুফিয়া খাতুন (৫৫) মৃত্যবরণ করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সকলেই জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে করোনা ইউনিটে ভর্তি হয়েছিলেন। মঙ্গলবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরে আরও ৭৫ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৭৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩৩ জন, গাংনীতে ৩৫ জন মুজিবনগর ৭ জন।

সোমবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৩২টি। তারমধ্যে ৭৫ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৬৯৭ জন।

তার মধ্যে সদরে ২৫৩ জন, গাংনীতে ৩২৯ জন এবং মুজিবনগরে ১১৫ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৬২ জন (আজ সোমবার সকাল ৮ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন)।

মৃতদের মধ্যে সদরে ২২ জন, গাংনী ২৪ জন ও মুজিবনগরে ১৬ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত

ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

গাংনীতে বিতরণ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

এক সপ্তাহের কঠোর লক ডাউনে কর্মহীন দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ বিতরণ শুরু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর বারটার গাংনী পৌরসভার দাসপাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ উপহার সামগ্রী প্রদান শুরু হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানম। উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদুল ইসলাম জুয়েলসহ পৌর কাউন্সিলরবৃন্দ।

৩০০ পরিবারের জন্য ১০ কেজি চাল, দুই কেজি আলু, দুই লিটার তেল, এক কেজি লবন, এক কেজি ডাল, এক টি সাবান, এক কেজি চিনি, এক প্যাকেট সেমাই, এক প্যাকেট মাস্ক ও নগদ ৫০০ শত টাকা দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত

করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন।

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই লকডাউন ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কঠোর লকডাউন কার্যকর করতে পুলিশ, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউনের ৫ম দিনেও মেহেরপুরে অভিযান চালানো হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক অভিযান চালান।

বাংলাদেশ সেনানিবাস যশোর ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন নাহিয়ান ইমতিয়াজের নেতৃত্বে কোট এলাকা থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। এসময় অযথা যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অযাথা বাইরে না আসার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৮৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৮৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৫২ জন, গাংনীতে ৩২ জন মুজিবনগর ৪ জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৬৭টি। তারমধ্যে ৮৮ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৬৩৪ জন। তার মধ্যে সদরে ২২৬ জন, গাংনীতে ৩০০ জন এবং মুজিবনগরে ১০৯ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৫৭ জন। মৃতদের মধ্যে সদরে ২১ জন, গাংনী ২২ জন ও মুজিবনগরে ১৪ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত

ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

করোনা সংক্রমন রোধে শক্ত অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন

দেশব্যাপি করেনার উর্ধ্বগতি রোধে ১ লা জুলাই জারিকৃত কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে শক্ত অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন। মুজিবনগর ভারতীয় সীমান্তবর্তী উপজেলা হওয়ার কারণ সংক্রমনের হার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুজিবনগর স্বাস্থ কমপ্লেক্স এর তথ্য অনুযায়ী গত এক সপ্তাহে উপজেলায় ৪৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্তের হার প্রায় ৩৫% এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের।

মুজিবনগর উপজেলায় করোনা সংক্রমন রোধে লকডাউন বাস্তবায়নে লোকজনকে ঘরে রাখতে শক্ত অবস্থান নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলার মোড়ে মোড়ে স্থাপন করা হয় পুলিশ চেকপোষ্ট। সকাল থেকে চলতে থাকে পুলিশি তৎপরতা।

প্রতন্ত গ্রামের ওলিগলি ও বাজার গুলোতে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনসমাগম বন্ধ করতে নিরলস অভিযান পরিচালনা করছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম, মুজিবনগর থানা ইনচার্য আব্দুল হাশেম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ব্যাটেলিয়ন ও থানা পুলিশের সদস্যবৃন্দ।

রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত গত ৪ দিনে লকডাউন বাস্তবায়নে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করায় মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বিভিন্ন সময়ে ২৩ জন কে ১০,৯০০ টাকা জরিমানা করেন। একই সময়ে সহকারী কমিশনার

(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে ১৩ জন কে জরিমানা করে ১১,৯০০ টাকা আদায় করে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার সবাইকে অহেতুক ঘুরাঘুরি ও আড্ডা পরিহার করার জন্য অনুরোধ জানান।এসময় বিভিন্ন পয়েন্টে লকডাউন বাস্তবায়নে মুজিবনগর থানার পুলিশ সদস্যদের নিরলসভাবে পরিশ্রম করার জন্য এবং মুজিবনগর উপজেলায় করোনা সংক্রমন রোধে লকডাউন বাস্তবায়নে সহযোগীতার জন্য বিজিবি,পুলিশ,আনসার ব্যাটেলিয়ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান। করোনা সংক্রমন রোধে লকডাউন বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসনে ভ্রাম্মমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

মেহেরপুরের এসপি এস এম মুরাদ আলী বদলি, নতুন এসপি রাফিউল আলম

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীকে বদলি করে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

আজ ৪ জুলাই রবিবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে। একই সঙ্গে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপারমোহাম্মদ উল্ল্যাকে ঢাকা পুলিশ অধিদপ্তরের সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের নবাগত পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বিসিএস ২৫ তম ব্যাচের পুলিশ ক্যাডার। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জে।

নিজে ও পরিবারকে বাঁচাতে অবশ্যই ঘরে থাকতে হবে- জেলা প্রশাসক

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেছেন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মেহেরপুরে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।সেই সংক্রমণের হার যাতে কমিয়ে আনা যায় সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করে চলেছে। যে কারণে লকডাউন দেওয়া হয়েছে। লকডাউন যদি সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আনসার বাহিনীর সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

জেলা প্রশাসক বলেন, গত মাসে করোনার সংক্রমণ হার অনেক কম ছিল, গত দু-এক সপ্তাহে হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সুস্থ থাকতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে ঘরে থাকতে হবে, আপনাদের পরিবারকে বাঁচাতে হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান রবিবার সকালের দিকে চলমান কঠোর লকডাউন এর চতুর্থ দিনে লকডাউন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন। এ সময় পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের পাশে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

তিনি বলেন, করোনাভাইরাস শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা কাজ করে চলেছে। বর্তমানে যে সময় যাচ্ছে সেটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সময়। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা হওয়ায় ঝুঁকির পরিমাণ টা বেশি। যে কারণে সাবধানের কোন বিকল্প নেই।

এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যশোর সেনানিবাসের ২৭ ফিল্ড আর্টিলারির রেজিমেন্টের মেজর মাহমুদ আফজাল বলেন, আমাদের টহলের মূল উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের মধ্যে করোনার সর্তকতার বিষয়ে আরো উদ্বুদ্ধ করে তোলা। বাংলাদেশের যে কোন ক্লান্তি লগ্নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সরকারের আদেশে মাঠে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

জেলা আনসার কমান্ড্যান্ট রাকিবুল ইসলাম বলেন, সরকার ঘোষিত লকডাউন কে কার্যকর করতে, সরকার ঘোষিত লকডাউন সফল করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। এসময় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ানুর রহমান, সদর থানার ওসি শাহ দারা, ডিবির ওসি জুলফিকার আলী সহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সদস্য, বিজিবি, পুলিশ আনসার বাহিনীর সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি, মেজর মাহমুদ আফজাল মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার নিউমার্কেট এলাকা এবং বড় বাজার এলাকার কাঁচা বাজার পরিদর্শন করেন।

মেহেরপুরে এক সপ্তাহে আক্রান্ত ৪৮১, মৃত ১৬

মেহেরপুরে করোনার সংক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলছে। গত ২৪ জুন থেকে জেলায় কঠোর লকডাউন পালন করা হচ্ছে তারপরও সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। গত ২৬ জুন থেকে গত ২ জুলাই পর্যন্ত এক সপ্তাহে ১২২২ টি ফলাফলের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮১ জন। যার আক্রান্ত হার ৪৩ শতাংশ। এছাড়া এক সপ্তাহে মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৬ জন।

এদিকে মেহেরপুরের শহর ও বিভিন্ন গ্রামগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিকাংশ মানুষ জ্বরে আক্রান্ত। ফার্মেসীগুলোতে ৯০ শতাংশ ওষুধ বিক্রি হচ্ছে জ্বর ও ঠান্ডার। তারপরও সামাজিকতার ভয়ে অধিকাংশরাই টেস্ট করাচ্ছেন না। তাছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মানতেও অনীহা প্রকাশ করছেন। মাস্ক ছাড়াই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ অভিযান চালালে মাস্ক পড়েন, চলে গেলে আবার খুলে ফেলছেন।

গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের রাবেয়া ফার্মেসীর মালিক জিয়াউর রহমান জানান, গত এক সপ্তাহ ধরে শুধুমাত্র জ্বর, কাশি ও ঠাণ্ডার

ওষুধ বিক্রি করছি। সকলকে টেস্ট করার কথা বলছি। কমসংখ্যাক টেস্ট করাচ্ছেন। সচেতনতার অভাব ও সামাজিক কারণে মানুষ টেস্ট করাচ্ছেনা। ফলে নিজেদের ক্ষতি নিজেরায় ডেকে আনছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলামের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ৫০টি বেডকে করোনা ডেডিকেটেড হিসেবে রাখা হয়েছিল তা বৃদ্ধি করে শনিবার থেকে ১০০টি বেডে উন্নীত করা হয়েছে।
তিনি জানান, শনিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত ৪৯ জন করোনা পজিটিভ এবং ৫৭ জন উপসর্গ নিয়ে আইসোলেশনে ভর্তি রয়েছেন।

হাসপাতালের চিকিৎসক ও জনবল সংকটের কারণে রোগীদের সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তবে সকলে আন্তরিক ভাবে কাজ করছে। করোনার এই ভয়াবহ সময়ে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন তিনি।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ও জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব ডা. নাসির উদ্দীন জানান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেই আমাদের এই মহামারি মোকাবেলা করতে হবে। মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। ১০ জন চিকিৎসক চেয়ে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে চিঠি লেখা হয়েছে। প্রশাসন, পুলিশ, স্বাস্থ্যবিভাগ ও গণমাধ্যমকর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় মোকাবেলা করতে হবে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানে গাঁজা ও মদসহ দু’জন আটক

মেহেরপুর গাঁজা ও মদসহ ফিরোজ আলী (২৪) ও বিল্লাল হোসেন (২৭) নামের দুই যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে গাংনী উপজেলার করমদী এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটক ফিরোজ আলী একই উপজেলার ইসলামপুর এলাকার ইমারুল ইসলামের ছেলে

ও বিল্লাল হোসেন একই এলাকার মৃত সিদ্দিকুর রহমান এর ছেলে।

ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, করমদী এলাকায় মাদক কেনাবেচা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলির নির্দেশে মোতাবেক এসআই (নি;) অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এএসআই (নি:) মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই (নি:) হেলাল উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

এসময় ফিরোজ আলীর কাছ থেকে ৫শ গ্রাম গাঁজা ও বিল্লাল হোসেনের কাছ থেকে ৩ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়।

আটক দু’জনের নামে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। রোববার তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।